টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

বিভিন্ন মিলের ধুতি, শাড়ী, বোম্বে প্রিন্টেড টেরিকট, টেরিলিনের শাড়ী ও যাবতীয় টেরিকট, টেরিলিন ও সুতী সার্টিং ও কোটিং এর বিরাট আয়োজন।

এ ছাড়া অতি সুলভে বিনি, মফৎলাল গ্রুপ, গোয়ালিয়র স্যুটিং এবং টাটা মিলের যাবতীয় সুতী টেরিকট ও টেরিলিনের টুকরা ছিটের শ্রেষ্ঠ সম্ভার।

মুদ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর পোষ্ট অফিসের পার্শ্বে

৫৭শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১০ই চৈত্র বুধবার, ১৩৭৭ ইং 24th Mar. 1971 { ৪৩শ সংখ্যা

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও পড়বে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তুষ্টি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাইভেট লি
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১২ই এপ্রিল, ১৯৭১

৩/৭০ অন্য ডিঃ সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দেঃ নাথুলাল দাস দিং দাবি ৩৩৭-৮৪ থানা সুতী মৌজে ফতেপুর ৪৯৩ খং নং ৮৭ শতক, ৪৯৪ খং নং ১-৫৫ শতক, ৫০০ খং নং ১৩ শতক, ৪৯৫ খং নং ১৮ শতক, ৪৬৫ খং নং ৮৩ শতক, ৮৮৫ খং নং ১-১৯ শতক, ৮০ খং নং ৭৬ শতক আঃ ১২৫৲ রায়তী স্থিতিবান স্বত্ব।

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

পোথী পঢ়ি পঢ়ি জগ্ মুয়া
পণ্ডিত ভ্যায় ন কোই।
এক অচ্ছর পঢ়কে পণ্ডিত
সব্‌কা সেরা হোই॥

—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১০ই চৈত্র বুধবার সন ১৩৭৭ সাল।

॥ নিশ্চয়তা কতদূরে ? ॥

পশ্চিমবঙ্গে সদ্য সমাপ্ত মধ্যবর্তী নির্বাচনের পরও তৎপরতা নানা স্তরে পরিলক্ষিত হইয়াছে। নির্বাচন-পূর্বকালে সমঝোতা অথবা ভোটারের মনভিজানর পালা চলিয়াছিল। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে ফলাফলের নানারূপ আশা করা গিয়াছিল। যাহা হউক, তাহা লইয়া আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এখন যে কথাটা প্রধান তাহা এই যে, এই রাজ্যে সরকার গঠন করা যাইবে কি না। একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইলেও সি, পি, এম নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখাইতে পারেন নাই। ছয়জোট মিলিয়াও কিছু হইল না। বাকী থাকে তিন কংগ্রেস এবং সি, পি, এম বিরোধী দলগুলি। তাঁহাদের মধ্যে কিছু কিছু দল তিন কংগ্রেসের সহিত সমঝোতায় আসিয়া সরকার গঠনের সম্ভাবনা আনিয়া দিয়াছে। সি, পি, আই-এর ভূমিকা এই দিক দিয়া বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু যাহাই হউক, এইভাবে গঠিত সরকারের আয়ুষ্কালই বা কতদিনের ? কারণ নানা-মত-নানা-পথের পথিকদের মধ্যে একটি অতি সাধারণ অথচ গুরুত্বপূর্ণ ঐক্যবোধ দেখিতে পাওয়া যায় না। কাজেই এই সব বিরোধী মনোভাবাপন্ন দল লইয়া সরকার পরিচালনা করা আদৌ সম্ভব কিনা, সরকার গঠিত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই টের পাওয়া যাইবে।

গত বৎসরের মার্চ্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর নির্বাচনের প্রশ্ন যখন দেখা দিল, তখন জনমন দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। এক শ্রেণীর লোক নির্বাচন চাহিয়াছিলেন এই ভাবিয়া যে, যুক্তফ্রন্টের চৌদ্দ শরিকী শাসন যখন সম্ভব নয়, তখন জনগণই রায় দিবেন কেমন শাসন বা কোন্ দলের আধিপত্যে দেশের শাসন চলিবে। অর্থাৎ যুক্তফ্রন্টের আমলের শরিকী খেয়োখেয়ির অবসান হওয়া দরকার। ইহাতে নির্বাচনের দ্বারা জনগণের ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপায়িত করার পথ প্রশস্ত হইবে। অপরপক্ষে কিছু মানুষ এমন এক সংশয়-দ্বিধায় পড়িলেন যে, নির্বাচন না হওয়ার পক্ষে তাঁহারা মত ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। কারণ তখন দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বিপন্ন; খুন-হত্যা দৈনিক চলিতেছিল। এমন পরিস্থিতিতে সুষ্ঠু নির্বাচন আদৌ সম্ভব নয়। তথাপি নির্বাচন হইল; ফলাফল ঘোষিত হইল।

কিন্তু মূল প্রশ্ন, সরকার গঠনের। যেভাবে সরকার গঠিত হইতে যাইতেছে, তাহা আদৌ হইলে শান্তি কিংবা শৃঙ্খলা এবং দেশের শাসনকার্য নিরুপদ্রবে চলিবে কিনা, তাহা ভাবিবার সময় আসিয়াছে। কারণ সম্ভাব্য সরকারও বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকারের অন্যবিধ সংস্করণ। কালের গতিতে মতান্তর-মনান্তর সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়। আর তাহার অনিবার্য পরিণতি দল-ছাড়া দল-গড়া। এমনও সংবাদ আনাচে-কানাচে শোনা যাইতেছে যে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় পুনরায় নির্বাচন হইলেও হইতে পারে। পারে ত অনেক কিছুই। শুধু হইতে পারে না একটি মাত্র জিনিস তাহা এই যে, রাজ্যের নানা সমস্যার মোকাবিলা, দেশের অগ্রগতিসাধন, সুস্থ জনজীবন গঠন। ইহার জন্য কাহার মাথাব্যথা আছে ? কোন্ দল আজ পর্যন্ত একটা স্থায়ী উপকার করিতে পারিয়াছেন ? কংগ্রেসী শাসন অতীতে দেখা গিয়াছে। এবারে পুরাপুরি না হইলে কংগ্রেস (নব) প্রাধান্যপ্রাপ্ত শাসন দেখিতে হইবে। কোন দল আজ যদি জনচেতনার কথা বলেন তবে বলা যায়, সে চেতনা হইয়াছে খুন-জখম করায়, দেশের বৈষয়িক অধঃপতন ঘটাইয়া এবং বহু জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়া।

ট্রাক চাপা পড়ে বালিকার মৃত্যু ফলে ট্রাক ভস্মীভূত

গত ২২শে মার্চ্চ বিকেলের দিকে সুতী থানার অন্তর্গত আহিরণ হাটের সন্নিকটে জনৈক ট্রাক চালক এক বালিকাকে ট্রাকে চাপা দেওয়ায় বালিকাটি মারা যায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বিক্ষুব্ধ জনতা উক্ত ট্রাকটিকে আটক করে আগুন লাগিয়ে দেয়। পাট বোঝাই ট্রাকটি কিছুক্ষণের মধ্যে ভস্মাবশেষে পরিণত হয়।

অবাক কাণ্ড!!

ভারতে মধ্যবর্ত্তী সাধারণ নির্ব্বাচনে যে সমস্ত ব্যালট পেপার ছাপান হয়েছে তা পর পর সাজালে কোমড়ে বেল্ট পরার মত পৃথিবীকে বেল্ট পরান চলবে।

বর্ত্তমানে একটা ছাগলের মাথার দাম যা, মানুষের মাথার দাম তার থেকেও অনেক কম।

পোলিং পার্শোন্যালস্ ট্রেণিং কালীন বিপদের সম্ভাবনার কথা জ্ঞাপন করলে জঙ্গিপুর মহকুমার কোন পদস্থ কর্ম্মচারী মহাশয় কি বলেছিলেন, "সে রকম কিছু বুঝলে আপনারা সব ছেড়ে দিয়ে বুথের বাইরে এসে আক্রমণকারীদের খেয়াল খুসী মত কাজ করতে দেবেন ?"

নয়া দিল্লীতে প্রধান যুদ্ধপরাধী জেনারেল ওয়েষ্টমোর্ল্যাণ্ডকে "গার্ড অফ্ অনার" দেওয়া হল।

বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে ভারতীয় রেলের ১৪'৯৭ কোটি টাকার পরিবর্ত্তে ৭০ কোটি টাকা ঘাটতি পড়বে।

বসন্তোৎসব

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটের যুববৃন্দের উদ্যোগে গত ২১শে মার্চ্চ সদরঘাট সংলগ্ন ময়দানে 'বসন্তোৎসব'কে কেন্দ্র করে এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে স্থানীয় ও বাইরের সঙ্গীত শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। মুক্ত মঞ্চের চতুর্দ্দিকের প্রশস্ত ময়দানে উচ্ছ্বসিত জনতার এরূপ বিপুল সমাবেশ এই শহরে বড় একটা দেখা যায় না।

প্রকাশ্য দিবালোকে জিয়াগঞ্জ পোষ্ট অফিস থেকে ১১০০৲ টাকা চুরি

গত ১।৩।৭১ তারিখে জিয়াগঞ্জ পোষ্ট অফিসের দরজার তালা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে ক্যাশ বাক্স ভেঙ্গে দুর্বৃত্তকারীরা প্রায় ১১০০৲ টাকা চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। ঘটনাটি ঘটে প্রকাশ্য দিবালোকে। ১১-৩০ থেকে ১২-৩০টার মধ্যে অর্থাৎ যখন সকল কর্ম্মিগণ খেতে গিয়েছিলেন ঠিক সেই সময়। পুলিশী তদন্ত চলছে।

বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ জেলার কতকগুলি স্থায়ী অঞ্চল পঞ্চায়ত সচিবের পদ পূরণের জন্য নামসূচি (Panel) প্রস্তুত করিবার জন্য আবেদনপত্র জেলা পঞ্চায়ত আধিকারিকের নিকট পৌঁছিবার শেষ তারিখ ৩১ মার্চ্চ ১৯৭১ পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইল।

পঞ্চায়ত অধিকর্তা
পঃ বঃ সরকার পক্ষে
চিত্তরঞ্জন দাশ
১৭-৩-৭১
জেলা পঞ্চায়ত আধিকারিক মুর্শিদাবাদ

৪২০ থেকে সাবধান

গত ২৩শে মার্চ্চ মঙ্গলবার রঘুনাথগঞ্জ সদর ঘাটের সন্নিকটে 'ষ্টুডেন্টস্ ফেভারিট' নামক পুস্তকের দোকানে একজন ধোপদুরস্ত ভদ্রবেশী ব্যক্তি একটি ব্যাগ হাতে আসেন এবং নিজেকে কলিকাতার এক নামজাদা পুস্তক ব্যবসায়ীর প্রতিনিধি বলে পরিচয় দেন। তখন দোকানের কর্ম্মচারী একাকী আছেন দেখিয়া আগন্তুক তাঁহাকে পানীয় জল চাহেন। তিনি জল আনিতে গেলে দোকান ফাঁকা পেয়ে নবাগত ব্যক্তি র‍্যাকের কয়েকখানি বই নিজের ব্যাগে লইতেছিলেন এমন সময়ে দোকান কর্ম্মচারী আসিয়া পড়েন। বইয়ের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করায় উক্ত ব্যক্তি উহা তাঁহার বই বলিয়া মন্তব্য করেন। বইগুলিতে উক্ত দোকানের মোহর থাকায় নবাগত ব্যক্তি নিরুত্তর হন। ব্যাগটী তল্লাসীর সময় উহার মধ্য হইতে লালগোলার জনৈক পুস্তক ব্যবসায়ীর দোকানের মোহরযুক্ত কয়েকখানি বই পাওয়া যায়। উক্ত ভদ্রবেশী ঠগকে যুবকবৃন্দ প্রহার দিয়া ছাড়িয়া দেয়।

একটি নিবেদন

আমাদের এই ক্ষুদ্র সাপ্তাহিকে অনেকে নানা বিষয়ে পত্রাদি প্রকাশ করিবার জন্য পাঠান। পত্রদাতাদের প্রতি অনুরোধ, তাঁহারা ছদ্মনাম ব্যবহার করিলেও পত্রে যেন নিজের পুরা স্বাক্ষর দেন। পত্র সংক্ষিপ্ত ও এক পৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া দরকার। কোন বিশেষ অভিযোগের অনুকূলে প্রামাণ্য যুক্তি দিতে হইবে। —সম্পাদক

একটি পত্র

পুলিশ কি সমাজের বন্ধু ?

জ-কু-দ

শিক্ষক, পোষ্টমাষ্টার, পিওন, কৃষক, শ্রমিক, নাপিত, ধোপা ইত্যাদির ন্যায় পুলিশকেও সমাজের বন্ধু বলে সবাই জানে। সবাই যদি সমাজের প্রতি নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে ব্রতী হয়, তবেই না সমাজের বন্ধু বলে স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯৭০ সালে বোথারা গ্রামে যে নৃশংস হত্যা-কাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল, সেটার কূল-কিনারা কি আজ পর্য্যন্ত হয়েছে অথচ পুলিশ ভালভাবে জানে এটা রাজনৈতিক হত্যা নয়। উক্ত গ্রামের সংশ্লিষ্ট থানা কী জবাব দিয়েছেন ? আসল দুষ্কৃতকারীরা কি বেঁচে গেল টাকার বিনিময়ে ?

ঐ গ্রামে প্রতি বছর মেলায় জুয়া খেলার জন্য বেশ কিছু টাকা লাগে তা নইলে জুয়া খেলার অনুমতি দেওয়া হয় না। এটা কি সত্য ?

আজিমগঞ্জ-নলহাটী লাইনে (ইতিহাসে প্রথম এই ওয়াগন লুঠ) ওয়াগন লুঠের বেলাতেও দুষ্কৃতকারীদের ধরা হয়েছিল কি ?

১৯৭১ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে কৈয়ড় গ্রামে সন্ধ্যায় নৃশংসভাবে যে খুন হল, তাকে "রাজনৈতিক খুনে" রূপান্তরিত করার ব্যর্থ প্রয়াস কার ?

ন্যায়, সত্য, সুবিচার না পাওয়ার পুঞ্জীভূত বেদনা প্রতিনিয়ত সমাজে গুমরে গুমরে উঠছে—পুলিশ আজ ব্যাভিচারে লিপ্ত, মদমত্তে গর্ব্বিত ও সর্ব্বোপরি দুর্নীতিগ্রস্ত বলে অনেকের অভিযোগ শুনি। উপর মহল হতে নিচের মহল সবাই স্ব স্ব ফিকিরে ঘুরছে। শাসন ব্যবস্থা তাই আজ ভেঙ্গে পড়েছে। একদিন এর জবাবদিহি করতেই হবে, সেদিন আগতপ্রায়।

সঙ্কলন ঃ

ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব বছরে বছরে বাড়ছে। কোনো গণমুখী আন্দোলনই কখনো বৃথা যায় না। ভাষা আন্দোলনও বৃথা যেতে পারে না যদিও ভাষা আন্দোলনের শিক্ষাকে খাটো করার বা বিকৃত করার চেষ্টার অন্ত নেই।

বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের অপব্যাখ্যা চলছে। যে আন্দোলন এদেশের মানুষের আর্থিক মুক্তি ও কায়েমি সামন্তবাদী, সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশী শোষণ উৎখাতের প্রাথমিক ধাপ ছিলো, সে আন্দোলনের শিক্ষাকে আজ ব্যাপক জনগণের তীব্র সংগ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার পরিবর্ত্তে তাকে একটা পোষাকী চেহারা দেওয়া হচ্ছে। নানারূপ ভাবালুতা ও ভাবপ্রবণতা সৃষ্টি করে, উগ্রজাতীয়তা-বাদের মিথ্যা আবরণ তৈরী করে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী থেকে বায়ান্নোর আন্দোলন সযত্নে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ভাষা আন্দোলন যে নিছক রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত আন্দোলন ছিলো—এই বুর্জোয়া বক্তব্য হাজির করে ভাষা আন্দোলনকে আজ বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আটকে ফেলার চেষ্টা চলছে। এইজন্যে একুশে ফেব্রুয়ারীতে শুধুই আলাপ-আলোচনা, সভা-সমিতি, সঙ্গীতানুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির তোড়জোড়। এ রকম চললে ভাষা আন্দোলন অল্পদিনের মধ্যেই তার সংগ্রামী চরিত্র হারিয়ে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বদ্ধ জলায় বাঁধা পড়বে।

বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন অনেক দিক থেকে সীমিত ছিলো। বিশেষ করে পূর্ব বাংলার কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর বক্তব্য ভাষা আন্দোলনের ভিতর দিয়ে সোজাসুজি তুলে ধরা হয় নি। কিন্তু তাতে এই আন্দোলনের গণমুখী চরিত্র অস্বীকার করা যায় না। বিশেষভাবে আমরা লক্ষ্য করব ভাষা আন্দোলন ছিলো সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরোধী—এবং যে সুসংগঠিত

—পর পৃষ্ঠায় দেখুন

• খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্ন যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লি.
জবাকুসুম হাউস ০ কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসীলিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীনবীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তৃতীয় পৃষ্ঠার জের

সামন্তশ্রেণী মুসলিম লীগের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছিলেন, তার ভয়ঙ্কর পোষণ থেকে পূর্ব বাংলাকে মুক্ত করার প্রাথমিক স্তর। আমরা আরো লক্ষ্য করব, পূর্ব বাংলার ছাত্র জনসাধারণ সেদিন আপোষহীন সংগ্রামকেই অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন—রক্তদান এবং সংগ্রামকেই আন্দোলনের প্রাণ বলে বুঝেছিলেন। একুশের আন্দোলন এই কারণেই এত জনপ্রিয়—কারণ এদেশের মানুষ একুশের আন্দোলনের ভিতরেই ভবিষ্যৎ আন্দোলনের সঠিক পথটি খুঁজে নিতে পেরেছেন।

অতএব, একুশের আন্দোলনের শিক্ষার বিকৃতিসাধনের সব চেষ্টাকে এদেশের মানুষ ব্যর্থ করে দেবে।

আমরা তাই মনে করি আন্দোলনের তাৎপর্য পাঁচবছর আগে যা ছিলো আজ আর তা নেই। এই আন্দোলন আজ কৃষক ও শ্রমিক জনসাধারণের সংগ্রামের সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত হয়ে গেছে। ভাষা আন্দোলনকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার কোনো চক্রান্তই তাই আর টিকবে না।

আজ, এই মুহূর্তে, দেশে ও বিদেশে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র হন্যে হয়ে উঠেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মরিয়া থাবা সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় নেমে এসেছে। এই দস্যুরা দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে উত্তর ভিয়েতনাম, বার বার কম্বোডিয়া সর্বশেষ লাওস—অর্থাৎ সমগ্র ইন্দোচীনে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কতো ফাঁপা শক্তিহীন হয়ে পড়েছে এ সব যুদ্ধোন্মদনা তারই প্রমাণ। তাই মরণ কামড়। কিন্তু ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাওসের বীর জনগণ মার্কিন কুকুর অবিলম্বেই খেদাবে এশিয়ার মাটি থেকে।

আমাদের দেশীয় পরিস্থিতিও অত্যন্ত মারাত্মক—একদিকে উগ্র জাতীয়তাবাদের আড়ালে পূর্ব বাংলার সামন্তপ্রভু ও পুঁজিপতিরা দল বাঁধছে—অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানী সামন্তশ্রেণী ও একচেটিয়া পুঁজিপতিরা তাল ঠুকছে।

এই বিস্ফোরণোন্মুখ অবস্থায় বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের নাভিশ্বাস উঠে গেছে—এদিকে পূর্ব বাংলায় কৃষক-শ্রমিক জনগণের সংগ্রাম দিনের পর দিন তীব্র হয়ে উঠছে।

একাত্তর সালের একুশে ফেব্রুয়ারীতে এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে। একুশে আনবে জনগণের মুক্তি—একুশের আন্দোলন ছড়িয়ে যাবে—ব্যাপক হয়ে উঠবে। ভাষা আন্দোলন মিশে যাবে বিশাল জনসমাজের সঙ্গে।

(পূর্ব বাংলার 'স্বাধিকার' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা থেকে সংকলিত হলো।)

* আই, সি, আই পেইন্ট
* মেদিনীপুরের ভাল মাদুর
* যাবতীয় ঘানি, হলার ও ধান কলের পার্টস্
* ইমারতের যাবতীয় সরঞ্জাম।
* শালিমার কোম্পানীর সর্ব্বপ্রকার রং এ বিশেষ কমিশন সহকারে সরবরাহ করা হয়।

বিক্রেতা :—

কুণ্ডু হার্ডওয়ার ষ্টোর্স

খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

ফোন নং বহরমপুর ২১৯